১৮.১২.২০২৩

০১-১৩ এপি

২০১৯ সালের ডব্লিউ পি এ ১৯৫৩

রিয়া দাস

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য সঙ্গে

২০১৯ সালের ডব্লিউ পি এ ১১৫৭৪

সজল গুচ্ছাইত

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

সঙ্গে

২০১৯ সালের ডব্লিউ পি এ ১৪০৪১

তপন কুমার বাগ

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

সঙ্গে

২০১৯ সালের ডব্লিউ পি এ ১৪৬৭৪

তপন কুমার বাগ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

সঙ্গে

২০১৯ সালের ডব্লিউ পি এ ১৫৭১৯

রাজেশ দাস

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

সঙ্গে

২০১৯ সালের ডব্লিউ পি এ ২০৬৪

আই এ নং সি এ এন ৩/২০২২ এবং সি এ এন ৫/২০২২

শম্ভুনাথ পায়রা

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবংঅন্যান্য

সঙ্গে

২০১৯ সালের ডব্লিউ পি এ ২০৬৫

জিতেন্দ্র নাথ বেরা

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

সঙ্গে

২০১৯ সালের ডব্লিউ পি এ ২১৭২৯

অময় সরদার

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

সঙ্গে

২০১৯ সালের ডব্লিউ পি এ ২৪৯৪

নয়ন প্রামাণিক

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

সঙ্গে

২০১৯ সালের ডব্লিউ পি এ ২৭৬৯

সিদ্ধার্থ সাহা

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

সঙ্গে

২০১৯ সালের ডব্লিউ পি এ ৩৩১৫

মিঠু রানী দাস

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

সঙ্গে

২০১৯ সালের ডব্লিউ পি এ ৩৩১৬

নয়ন প্রামাণিক

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

সঙ্গে

২০১৯ সালের ডব্লিউ পি এ ৩৩১৭

মিঠু রানী দাস

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

মিঃ সৌমেন কে. দত্ত,

মিঃ পার্থ সারথি বসু

... পিটিশনকারীদের জন্য।

মিঃ অমিতাভ চৌধুরী,

মিঃ এন. রায় ... ২০১৯ সালের ডব্লিউ পি এ ১৫৭১৯ এবং ২০১৯ সালের ডব্লিউ পি এ ১৯৫৩-এ কলেজের জন্য

মিঃ অমিতাভ চৌধুরী

মিঃ এম রে ... ২০১৯ সালের ডব্লিউ পি এ ২৪৯৪ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য

মিঃ এন.সি. বিহানি

মিঃ সৌম্যজিৎ ঘোষ

মিঃ সৌম্য মুখোপাধ্যায় ... কলেজের জন্য

২০১৯ সালের ডব্লিউ পি এ ১১৫৭৪এ

মিঃ শুভ্রাংসু পান্ডা
মিঠু সিংহ মহাপাত্র ... কলেজের জন্য
২০১৯ সালের ডব্লিউ পি এ ১৪৬৭৪

মিসেস দেবযানী সেনগুপ্ত
মিসেস কোয়েল বাগ
মিঃ অভিজিৎ চ্যাটার্জি
মিসেস শাহিমা হক বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য
২০১৯ এর ডব্লিউ পি এ ১৪৬৭৪
২০১৯ এর ডব্লিউ পি এ ১৪০৪১
২০১৯ সালের ডব্লিউ পি এ ১৫৭১৯
২০১৯ সালের ডব্লিউ পি এ ২৪৯৪
২০১৯ সালের ডব্লিউ পি এ ২৭৬৯
২০১৯ সালের ডব্লিউ পি এ ৩৩১৭
২০১৯ সালের ডব্লিউ পি এ ৩৩১৫
২০১৯ সালের ডব্লিউ পি এ ৩৩১৬

মিস নন্দিনী মিত্র

... বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ২০১৯ এর ডব্লিউ পি এ ১৯৫৩

২০১৯ এর ডব্লিউ পি এ ১৪৬৭৪

২০১৯ এর ডব্লিউ পি এ ১৫৭১৯

২০১৯ এর ডব্লিউ পি এ ২১৭২৯

২০১৯এর ডব্লিউ পি এ ৩৩১৭

জনাব তাপস কুমার দে

... ২০১৯ সালের ডব্লিউ পি এ ২১৭২৯ এ রাজ্যের জন্য

শামীম উল বারী সাহেব

... ২০১৯ সালের ডব্লিউ পি এ ১৩১৬-এ রাজ্যের জন্য

মিঃ তপন কে. মুখার্জি, সিনিয়র অ্যাডভোকেট,
মিস তুলি সিনহা

... ২০১৯ সালের ডব্লিউ পি এ ১১৫৭৪-এ রাজ্যের জন্য

মিঃ ডি. মুখার্জি,
মিস রূপসা চক্রবর্তী ... মধ্যে রাজ্যের জন্য

২০১৯ সালের ডব্লিউ

পি এ ৩৩১৭

মিঃ ইন্দ্রনীল রায়, সিনিয়র অ্যাডভোকেট,

মিঃ তাপস কুমার মন্ডল ... ২০১৯ সালের ডব্লিউ পি এ ১৫৭১৯ রাজ্যের মধ্যে

মিস তুলি সিনহা

... ২০১৯ সালের ডব্লিউ পি এ ২০৬৫-এ রাজ্যের জন্য

শ্রী তাপস কুমার মন্ডল

...২০১৯-এর ডব্লিউ পি এ ১৪৬৭৪-এ রাজ্যের জন্য

মিঃ পবন কে. গুপ্তা

মিঃ অভিমন্যু ব্যানার্জী

মিস সোফিয়া নেসার

... উত্তরদাতাদের ৩ এবং ৪নং এর জন্য ২০১৯ সালের ডব্লিউ পি এ ২০৬৪

মিঃ তপন কুমার মুখোপাধ্যায়, এজিপি,

মিঃ সোমনাথ নস্কর

রাজ্যের জন্য

২০১৯ সালের ডব্লিউ পি এ ১৯৫৩

২০১৯ এর ডব্লিউ পি এ ২০৬৪

২০১৯এর ডব্লিউ পি এ ৩৩১৫

২০১৯ এর ডব্লিউ পি এ ৩৩১৬

২০১৯ এর ডব্লিউ পি এ ৩৩১৭

মিস মুনমুন তিওয়ারি

মিঃ সনাতন পাঞ্জা

২০১৯ সালের ডব্লিউ পি এ ২৪৯৪-এ রাজ্যের জন্য

মিতালী মুখার্জি

... রাজ্যের জন্য

২০১৯ সালের ডব্লিউ পি এ ১৯৫৩।

প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং আইনগত বিষয়গুলির সংমিশ্রণের পরিপ্রেক্ষিতে, বর্তমান রিট পিটিশনগুলি সম্মিলিতভাবে এই একত্রিত রায়ে বিচার করা হয়।

আবেদনকারীরা, যারা রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে গ্রুপ-ডি বা ক্লারিকাল পদে নিয়োগ চান, ২৫ আগস্ট তারিখের বাতিল বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করেন,

২০১৭ উচ্চ শিক্ষা বিভাগ দ্বারা জারি করা, এবং বায়োটেকনোলজি,বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, রাজ্য সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজগুলিতে অ-শিক্ষক কর্মচারীদের নিয়োগের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা করার জন্য নির্দেশিকা তৈরি করেছে।

মিঃ সৌমেন কুমার দত্ত, পিটিশনকারীদের পক্ষে উপস্থিত থাকা বিজ্ঞ আইনজীবী, নিম্নলিখিত ভিত্তিতে উক্ত বিজ্ঞপ্তিটিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন:

প্রথমত, মিঃ দত্তের দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছে যে নির্দেশিকাগুলির বিপরীতে সংশ্লিষ্ট কলেজগুলিতে ইতিমধ্যে চুক্তিভিত্তিক বা অস্থায়ী ভিত্তিতে নিযুক্ত প্রার্থীদের বাছাই করার ক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতার জন্য অতিরিক্ত পাঁচ নম্বর প্রদানের শর্ত রয়েছে।

অন্যান্য প্রার্থী।

তিনি যুক্তি দেন যে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত পাঁচটি মার্ক প্রদান করলে তা ব্যাকডোর এন্ট্রিতে লিপ্ত হতে পারে কারণ অতিরিক্ত পাঁচটি মার্ক কার্যকরভাবে নিশ্চিত করে চুক্তিভিত্তিক বা অস্থায়ী ভিত্তিতে ইতিমধ্যে নিযুক্ত প্রার্থীর নির্বাচন।

তদ্ব্যতীত, মিঃ দত্ত দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে সকল প্রচারমূলক পোস্ট সহ অ শিক্ষামূলক পোস্ট গ্রুপ ডি পোস্ট ব্যাতিত কম্পিউটার বিজ্ঞানে জ্ঞান, একটি পছন্দসই যোগ্যতা মনোনীত করা হয়েছে। তথাপি, বাছাই প্রক্রিয়ায়, কম্পিউটার চালনার জ্ঞানসম্পন্ন একজন প্রার্থীকে অন্যান্য প্রার্থীদের তুলনায় অতিরিক্ত পাঁচ নম্বর দেওয়া হয়েছে।

মিঃ দত্ত যুক্তি দেন যে কম্পিউটার জ্ঞান থাকলে একটি গ্রুপ-ডি পোস্টের জন্য অপরিহার্য বলে মনে করা হয় না, কম্পিউটার জ্ঞানসম্পন্ন প্রার্থীকে অতিরিক্ত পাঁচ নম্বর প্রদানের কোনো যৌক্তিকতা থাকতে পারে না।

তিনি আরও যুক্তি দেন যে ২৫ অগাস্ট, ২০১৭ তারিখের অপ্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিটি পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ (প্রশাসন ও প্রবিধান) আইন, ২০১৭ (সংক্ষেপে, ২০১৭ সালের আইন) এর ১৯ ধারার সাথে পড়া ২০ ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে জারি করা হয়েছে) ২০১৭ সালের উল্লিখিত আইনটি প্রণয়নের পিছনে উদ্দেশ্য হল নিয়মে অভিন্নতা এবং প্রমিতকরণ এবং বৃহত্তর দায়িত্ব নিয়ে আসা, স্বচ্ছতা, এবংদায়িত্বসার্বজনীনভাবে ব্যবস্থাপনা এবং কর্মচারীদের মধ্যে অর্থায়িত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

মিঃ দত্ত ইস্যু করার মাধ্যমে তা জমা দিয়েছে ২৫ অগাস্ট, ২০১৭ তারিখের অপ্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি, ২০১৭ সালের আইনের উদ্দেশ্যটি পরাজিত হয়েছে কারণ এটি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় পিছনের দরজায় প্রবেশকে উত্সাহিত করে।

বিজ্ঞপ্তিটি এই আদালতের দ্বারা বহাল রাখা উচিত নয় যেহেতু এটি একটি তির্যক উদ্দেশ্য নিয়ে জারি করা হয়েছিল৷

মিঃ দত্ত যুক্তি দেন যে রাষ্ট্রের একটি তির্যক উদ্দেশ্যে শিথিলকরণের ক্ষমতা প্রয়োগ করার কর্তৃত্বের অভাব রয়েছে। ২০১৭ সালের আইনের ১৯ এবং ২০ ধারাগুলি রাজ্যকে সাধারণ শিথিলকরণের জন্য একটি সাধারণ বিজ্ঞপ্তি জারি করার অনুমতি দেয় না৷ ২০১৭ সালের আইনের ২০ ধারায় 'যেকোনো' শব্দের ব্যবহার স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে সরকার শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট কলেজের জন্য শিথিলকরণের ক্ষমতা রাখে। অতএব, ২৫ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে অপ্রীতিকর বিজ্ঞপ্তি জারি করে, রাজ্য আইন, ২০১৭ এর ১৯ এবং ২০ ধারার সুযোগের বাইরে ভ্রমণ করেছে। এই ধরনের দাখিলের সমর্থনে, জনাব দত্ত (১৯৯০) এ রিপোর্ট করা একটি রায়ের উপর নির্ভর করেছেন) ২ এস সি সি ১৮৯ (জে সি যাদব বনাম হরিয়ানা রাজ্য)।

একটি আইনের উদ্দেশ্যকে হতাশ করার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক যথেচ্ছভাবে শিথিলকরণ করা যাবে না বলে যুক্তি দেওয়া,

মিঃ দত্ত নিম্নলিখিত রায়গুলির উপর নির্ভর করেছেন:

i) (২০১১) ৩ এস সি সি ৪৩৬ (উড়িষ্যা রাজ্য বনাম মমতা মোহন্তি)

ii) (২০০৯) ৪ এস সি সি ১৭০ (ইউনিইয়ান অফ ইন্ডিয়া বনাম ধরম পাল) এবং

iii) (২০০৫) ৩ এস সি সি ৬১৮ (ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া বনাম ভানু লোধ)।

রাজ্যের প্রতিনিধি ইন্দ্রনীল রায় জানতে পেরেছেন আইনজীবী, যুক্তি দিয়েছেন যে রচনা নির্বাচন কমিটি বর্জিত দ্বারা চিত্রিত হিসাবে ।

২৫ আগস্ট, ২০১৭ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে বাছাই কমিটির পাঁচ সদস্যের মধ্যে একটি কলেজের অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ/শিক্ষক-ইন-চার্জ সহ শুধুমাত্র দুইজন সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাই কলেজের নির্দেশে কোন প্রকার স্বেচ্ছাচারী বা অবৈধ নিয়োগের সম্ভাবনা রহিত।

মিঃ রায় আরও যুক্তি দিয়েছেন যে ২০১৭ সালের উল্লিখিত আইনের ২০ ধারায় 'যেকোনো' শব্দের ব্যবহার একটি সীমাবদ্ধ পদ্ধতিতে পড়া যাবে না। 'যেকোনো' শব্দের একটি বিস্তৃত অর্থ রয়েছে, যা রাজ্যের একটি নির্দিষ্ট বা সমস্ত কলেজকে অন্তর্ভুক্ত করে।

মিঃ রায় অপ্রকৃত বিজ্ঞপ্তিটিকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক দাখিল করা হলফনামার নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ নং. ৪ (ছ) এবং (জ) এর উপর নির্ভর করেছেন।

" ৪

ছ) অনুচ্ছেদ ১০ (চ) এবং (ছ) এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে ২৫.০৮.২০১৭ তারিখের বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ ৫ এবং ৬ (ii) পিছনের দরজায় প্রবেশকে মোটেই উত্সাহিত করে না বরং α থেকে একটি বাস্তব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি - পয়েন্ট। সাধারণত, দেখা যায় যে সরকারে কর্মরত নৈমিত্তিক/অস্থায়ী কর্মচারীদের কাছ থেকে একটি চাহিদা রয়েছে এবং এই ধরনের সমস্ত ব্যক্তিদের নিয়োগের নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে এবং অন্যান্য নতুন প্রার্থীদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হবে। যাইহোক, মানবিক কারণে এই ধরনের কর্মচারীদের জন্য অতিরিক্ত ৫ নম্বরের এই বিধান (যাদের ২ বছরের বেশি কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে) প্রদান করা হয়েছে যাতে একটি প্রতিষ্ঠানে চুক্তিভিত্তিক/অস্থায়ী ভিত্তিতে কর্মরত ব্যক্তিদের নিয়োগের ন্যায্য সুযোগ থাকে। .

জ) একইভাবে, গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগের জন্য কম্পিউটারের জ্ঞান অপরিহার্য বা বাধ্যতামূলক যোগ্যতা নয় কারণ এটি অন্যথায় যোগ্য আবেদনকারীদের একটি খুব বড় অনুপাতের প্রার্থীতা বাতিল করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রমের কম্পিউটারাইজেশন এবং ডিজিটাইজেশন সংক্রান্ত সরকারের বর্তমান নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে শুধুমাত্র অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য বিধানটি সন্নিবেশিত করা হয়েছে, কম্পিউটার সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন প্রার্থীকে একটি ছোট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ করা বাহুল্য, এই ধরনের প্রার্থীরা কলেজ কর্তৃপক্ষকে কম্পিউটারাইজেশন এবং ডিজিটাইজেশন সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে সহায়তা করার জন্য আরও ভাল অবস্থানে থাকবে। "

তিনি (২০২১) ১৬ এস সি সি ৭১ (দিল্লি ইউনিভার্সিটি বনাম দিল্লি ইউনিভার্সিটি কন্ট্রাক্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন) এ রিপোর্ট করা একটি রায়ের উপর আরও নির্ভর করেছিলেন যে এই প্রতিষ্ঠানে একটি উল্লেখযোগ্য সময়ের জন্য নিযুক্ত প্রার্থীদের বাছাই প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত নম্বর প্রদানে কোন বেআইনিতা নেই।

আমি ২৫ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে রাজ্যের জারি করা বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞপ্তিতে হস্তক্ষেপ করার কোন যৌক্তিকতা দেখতে পাচ্ছি না।

পূর্বোক্ত প্রজ্ঞাপন জারি করার জন্য পরিস্থিতি প্রথমে লক্ষ্য করতে হবে।

স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল কলেজ সার্ভিস কমিশন অ্যাক্ট, ২০১২ ২৯ নভেম্বর, ২০১২ থেকে কার্যকর হয়েছে এবং এই আইনের চতুর্থ অধ্যায় এর বিধানগুলি ব্যতীত যেটি উল্লিখিত আইন, ২০১২ এর ধারা ১ (৩) এ নির্ধারিত হয়েছে৷

চতুর্থ অধ্যায়ে রাজ্যের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজের অ-শিক্ষক কর্মচারীদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিধান রয়েছে৷

২০১৭ সালের উল্লিখিত আইনের ১৯ ধারার সাথে পঠিত ধারা ২০-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে রাজ্যের দ্বারা অপ্রীতিকর বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হয়েছিল।

বিজ্ঞপ্তির প্রস্তাবনাটি স্পষ্ট করে যে, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজে অ-শিক্ষক কর্মচারীদের জন্য দীর্ঘায়িত নিয়োগ প্রক্রিয়ার চিন্তাভাবনা এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনার উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পরিচালনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশন পুনর্গঠনের বিবেচনার পরে, রাজ্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল কলেজ সার্ভিস কমিশন অ্যাক্ট, ২০১২-এর ধারা ১০-এর উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত নিয়োগের বিধানগুলি সাময়িকভাবে শিথিল করুন।

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ পরিষেবা কমিশনের পরিকাঠামো এবং সংস্থানগুলির উন্নয়ন না হওয়া পর্যন্ত এই শিথিলতা কার্যকর হবে সরকারি-সহায়তাপ্রাপ্ত কলেজগুলিতে অ-শিক্ষক কর্মীদের নিয়োগের সুবিধার্থে।

আমি মিঃ দত্তের দাবী মেনে নিতে পারছি না যে ২৫ অগাস্ট তারিখের অসম্পূর্ণ প্রজ্ঞাপন জারি করার পিছনে রাষ্ট্রের কোন তির্যক উদ্দেশ্য ছিল, ২০১৭. উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিটির প্রাসঙ্গিক অংশটি নীচে উদ্‌ধৃত করা হয়েছে:

"গ্রুপ-ডি পোস্ট ব্যতীত প্রচারমূলক পদ সহ সমস্ত অ-শিক্ষক পদের জন্য, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে জ্ঞান একটি পছন্দসই যোগ্যতা হবে এবং কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে জ্ঞান থাকা প্রার্থীকে অন্যদের তুলনায় অগ্রাধিকার দিতে হবে। অ-শিক্ষক পদে নির্বাচনের জন্য, প্রতিটি কলেজ কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা করবে:

গ্রুপ - ডি পোস্টের জন্য ইন্টারভিউ মোড: -

- সরাসরি আসা -

i) ৩০ নম্বরের জন্য ইন্টারভিউ।

ii) দুই বছরের বেশি সময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট কলেজে চুক্তিভিত্তিক বা অস্থায়ী মোডে নিযুক্ত প্রার্থীরা অন্য প্রার্থীদের তুলনায় ইন্টারভিউতে কাজের অভিজ্ঞতার জন্য অতিরিক্ত পাঁচ নম্বর পাবেন তবে শর্ত থাকে যে প্রার্থীর নির্ধারিত বয়সসীমার মধ্যে। iii) এমএস অফিসে কম্পিউটার পরিচালনায় জ্ঞান থাকা প্রার্থীরাও অন্য প্রার্থীদের তুলনায় অতিরিক্ত পাঁচ নম্বর পাবেন তবে শর্ত থাকে যে প্রার্থীর নির্ধারিত বয়সসীমার মধ্যে।

গ্রুপ-সি পদের জন্য-

i)১৫০ নম্বরের জন্য লিখিত পরীক্ষা, গঠিত গণিত, ইংরেজি এবং মানসিক যোগ্যতা।

ii) ৫০ নম্বরের কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশান পরীক্ষা

iii) ২০নম্বরের ইন্তারভিউ

iv) চুক্তিভিত্তিক বা অস্থায়ী পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট কলেজে দুই বছরের বেশি সময় ধরে চাকরির অভিজ্ঞতার জন্য অন্য প্রার্থীদের তুলনায় ইন্টারভিউতে অতিরিক্ত পাঁচ নম্বর পাবেন যদি প্রার্থীর নির্ধারিত বয়সসীমার মধ্যে থাকে। "

নিয়োগ কমিটির গঠন ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে রূপরেখা দেওয়া হয়েছে, ২০১৮, রাজ্য দ্বারা নিম্নরূপ জারি করা হয়েছে: -

২৫.০৮.২০১৭ তারিখের ডিপার্টমেন্টের বিজ্ঞপ্তি নং ৯৪০ – ইডি এন (সি এস) এর ধারাবাহিকতায়, গভর্নর এতদ্বারা উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ ৩-এ উল্লেখিত নির্বাচন কমিটির গঠনের নির্দেশ দিতে সন্তুষ্ট হচ্ছেন এখন আংশিকভাবে সংশোধিত হয়েছে এবং নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত করবে সদস্য:-

১) রাজ্য সরকারের একজন মনোনীত ব্যক্তি,

২)অধিভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মনোনীত ব্যক্তি,

৩) গভর্নিং বডি/প্রশাসকের একজন মনোনীত , মামলা হিসাবে

৪) অধ্যক্ষ্য / উপাধক্ষ্য সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ/ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক- ক্ষেত্রমত, হতে পারে,

৫)একজন বিশেষজ্ঞ, মনোনীত হবে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশন। "

আমার দৃষ্টিতে, রাষ্ট্র পর্যাপ্ত প্রকাশ করেছে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিযুক্ত প্রার্থীদের বা কম্পিউটার জ্ঞান সহ প্রার্থীদের অতিরিক্ত পাঁচ নম্বর প্রদানের জন্য হলফনামায় ন্যায্যতা।

মিঃ রায়, রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত হওয়া বিজ্ঞ আইনজীবী সঠিকভাবে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের (সুপ্রা) রিপোর্ট করা রায়ের উপর নির্ভর করেছেন, যেখানে সুপ্রিম কোর্ট চুক্তিভিত্তিক বা অস্থায়ী ভিত্তিতে নিযুক্ত প্রার্থীদের জন্য অতিরিক্ত নম্বর দেওয়ার অনুরূপ বিধানকে সমর্থন করেছে।

আমিও মনে করি যে বিজ্ঞপ্তিটি আগস্ট ২৫, ২০১৭ তারিখের প্রসারিত হিসাবে অনুভূত করা যাবে না । ২০১৭ আইনের ধারা ১৯ এবং ২০ এর সুযোগের বাইরে।

প্রকৃতপক্ষে, জে.সি. যাদব (সুপ্রা) তে মিঃ দত্তের উদ্‌ধৃত রায়, হাইলাইট করে যে একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে 'যেকোন' অভিব্যক্তিটি এককভাবে একটি পৃথক মামলাকে বোঝায় না তবে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা ব্যক্তি শ্রেণীর মামলাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি ন্যায্য এবং ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতিতে পরিস্থিতি। পদোন্নতির জন্য কোনো যোগ্য ব্যক্তির অনুপলব্ধতার ক্ষেত্রে সরকার একটি সাধারণ আদেশে পদোন্নতির জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণের নিয়মগুলি শিথিল করতে পারে।

বর্তমান ক্ষেত্রে, বিজ্ঞপ্তিটি একটি কলেজের নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত নয়; বরং, এটি একটি সাধারণ বিজ্ঞপ্তি যা সমস্ত সরকারি-সহায়তাপ্রাপ্ত কলেজের জন্য অভিন্ন নির্বাচন পদ্ধতি প্রদান করে। অতএব, এটা তর্ক করা যায় না যে উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিটি২০১৭ সালের আইনের ১৯ এবং ২০ ধারার পরিধির বাইরে জারি করা হয়েছে।

২৫ আগস্ট, ২০১৭ তারিখের অপ্রস্তুত বিজ্ঞপ্তি, কোনো হস্তক্ষেপের জন্য আহ্বান করে না। আমি ইতিমধ্যেই ইঙ্গিত দিয়েছি যে উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিটি কলেজ সার্ভিস কমিশনের পূর্ণাঙ্গ নিয়মিত নিয়োগের জন্য মুলতুবি থাকা ক্রান্তিকালীন নিয়োগের জন্য নির্দেশ করে। নিয়োগের নিয়ম বা বাছাই কমিটির গঠন উভয়ই আবেদনকারীদের দ্বারা প্রস্তাবিত স্বেচ্ছাচারিতা বা তির্যক উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে হস্তক্ষেপের সুযোগ দেয় না।

, ডব্লিউ. পি.এ. ২০১৯ সালের ১৯৫৩ নম্বর , ডব্লিউ. পি.এ. ২০১৯ সালের ১১৫৭৪ নম্বর , ডব্লিউ. পি.এ. ২০১৯ সালের ১৪০৪১ নম্বর , ডব্লিউ. পি.এ. ২০১৯ সালের ১৪৬৭৪ নম্বর , ডব্লিউ. পি.এ. ২০১৯ সালের ১৫৭১৯ নং , ডব্লিউ. পি.এ. ২০১৯ সালের ২০৬৪ নম্বর , ডব্লিউ. পি.এ. ২০১৯ সালের ২০৬৫ নম্বর , ডব্লিউ. পি.এ. ২০১৯ সালের ২১৭২৯ নম্বর , ডব্লিউ. পি.এ. ২০১৯ সালের ২৪৯৪ নম্বর , ডব্লিউ. পি.এ. ২০১৯ সালের ২৭৬৯ নম্বর , ডব্লিউ. পি.এ. ২০১৯ সালের ৩৩১৫ নম্বর , ডব্লিউ. পি.এ. ২০১৯ এর নং ৩৩১৬ এবং ডব্লিউ. পি.এ. ২০১৯ সালের ৩৩১৭ নংবরখাস্ত এবং আই.এ. ২০২২ সালের নং সি.এ. এন৩৩ এবং ২০২২ সালের সি .এ.এন. ৫ এর নিষ্পত্তি করা হয়।

যাইহোক, এই রিট পিটিশনগুলিতে আগে মঞ্জুর করা অন্তর্বর্তী আদেশগুলি তারিখ থেকে আরও ত্রিশ দিনের জন্য বাড়ানো হয়। অতঃপর অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, উল্লেখ করা বাহুল্য, স্বয়ংক্রিয়ভাবে অকার্যকর হয়ে যাবে।

এই আদেশের জরুরী ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে নিয়ে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে।

(বিচারপতি কৌশিক চন্দ)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।